জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর মানবাধিকার প্রতিবেদন- অক্টোবর ২০২৪

সারসংক্ষেপ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে মিডিয়া মনিটরিং বা গণমাধ্যমে প্রকাশিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে থাকে। উক্ত মিডিয়া মনিটরিং প্রতিবেদন ও কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের তদন্তের প্রতিফলন হিসেবে মানবাধিকার প্রতিবেদন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে সংকলন করে থাকে। সংবাদ কর্মীগণ মানবাধিকার কর্মী হিসেবে সমাজে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বাস্তব চিত্র প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সুশীল সমাজ গঠনে অবদান রাখে, যা মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম একটি প্রত্যাশা। অতি সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক সাংবাদিক সমাজের বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত ও সাহসিকতাপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনে উৎসাহ প্রদান সকলের নিকট কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশারই স্ফুরণ।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় পৃথকভাবে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কমিশনের পদক্ষেপ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি মাসে মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনাপূর্বক পাঠক এবং অংশীজনদের সুবিধার্থে মাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে গৃহীত অভিযোগ ও তদন্ত প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর মাসের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ মাসে গণপিটুনি, ধর্ষণ, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপর হামলার ঘটনাগুলো নাগরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয় ছিল। এ মাসে আইন হাতে তুলে নেয়ার ঘটনা ও অপরাধজনিত কর্মকান্ড উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত মাসের চেয়ে অক্টোবরে গণপিটুনির ঘটনা বেড়েছে। সেপ্টেম্বরে গণপিটুনির সংখ্যা ছিল ২০টি, অক্টোবর মাসে গণপিটুনির মোট ঘটনা ২৬ টি। এতে নিহত হয়েছেন ১৮ জন এবং আহত হয়েছেন ০৮ জন। অক্টোবরে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২২ জন নারী ও ২৩ জন শিশু। সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবরে শিশু ধর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯১.৬৭%; নারী ধর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৬.৬৭%। এছাড়া, পূর্ব শত্রুতা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি করতে মামলা দায়ের, দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের ওপর হামলা ও সহিংসতার ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ৩০ অক্টোবর চুয়াডাঙ্গার দামুরহুদা উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপি নেতা সুলতান নিহত হয়েছেন। ৩ অক্টোবর গাইবান্ধায় আওয়ামী লীগের নেতা মোস্তাক আহমেদকে রাজনৈতিক শত্রুতার জের ধরে হত্যা করা হয় বলে পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। এছাড়াও, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দায়েরকৃত মামলাগুলোতে আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বিভিন্ন দলীয় নেতা কর্মীসহ সাংবাদিক ও সাধারণ নাগরিকদের ঢালাওভাবে আসামী করা হয়েছে মর্মে গণমাধ্যমে সূত্রে জানা যায়।

কারা হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু কিছুটা কমেছে। এ মাসে গুমের কোন ঘটনা পাওয়া যায়নি তবে কয়েক বছর আগে সংঘটিত গুমের অভিযোগ এ মাসে দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগ যেমন, ঘুষ, চাঁদা দাবি, মামলা না নেয়া ইত্যাদির ঘটনার তথ্য পাওয়া গেছে। অন্যদিকে গত মাসের তুলনায় অক্টোবর মাসে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন কাঁচা মরিচ, ডিম, আলু ইত্যাদির বাড়তি দাম নিয়ে আলোচনা- সমালোচনা হয়েছে। তবে, গত বছর অক্টোবর মাসে যেখানে কাঁচা মরিচের দাম ছিল ১২০০ টাকা কেজি, এবছর অক্টোবরে দাম ছিল ৭০০ টাকা কেজি। গত মাসে ডিমের দাম ১৯০ টাকা ডজন পর্যন্ত উঠলেও অক্টোবরে সরকারের কঠোর মনিটরিং এর কারণে ডিমের দাম কমে ১৫০ টাকা ডজনে এসে স্থীত হয়েছে। লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশের বেশির ভাগ খেটে খাওয়া, নিম্ন ও নির্ধারিত আয়ের মানুষ তাদের চাহিদা মেটাতে অক্ষম হয়ে পড়ে। ফলে মানুষ সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাই, বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের কঠোর নজরদারি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

এ মাসেও চিকিৎসায় অবহেলায় রোগীর হয়রানির সংবাদ পাওয়া গেছে। শেরপুর সদর হাসপাতালে বিভিন্ন রোগের সমস্যা নিয়ে ভর্তি হওয়া রোগীদের ইনজেকশন দেওয়ার পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় কমপক্ষে ৩০ জন রোগী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, অক্টোবরে অ্যান্টিবায়োটিক, ব্যথানাশক ট্যাবলেট, ভিটামিন, গ্যাস্ট্রিক ও ডায়াবেটিকসের ওষুধসহ বিভিন্ন ধরনের ইনজেকশনের দাম বাড়িয়েছে কোম্পানিগুলো। ওষুধের দাম বেড়েছে সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত।

নিচের সারণীতে অক্টোবর মাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হলঃ

ক্রম	মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরণ	সংখ্যা	মামলা
১.	শিশু ধর্ষণ (০-১৮ বছর)	২৩	১৮
২.	শিশু নির্যাতন (০-১৮ বছর)	২৩	১২
৩.	হেফাজতে মৃত্যু	০৫	০০
৪.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তি/ কর্পোরাল পানিশমেন্ট	০৩	০২
৫.	শ্রমিক মৃত্যু	০৪	০০
৬.	বন্দুক যুদ্ধে নিহত	০১	০০
৭.	সাংবাদিকের ওপর হামলা	২৬	০৫
৮.	গণপিটুনি	২৬	০৭
	নিহত	১৮	--
	আহত	০৮	--
৯.	নারীর প্রতি সহিংসতা		
	ধর্ষণ (১৮ বছর এবং তদূর্ধ্ব)	২২	১৭
	ধর্ষণের পর হত্যা	০২	০২
	ধর্ষণের পর আত্মহত্যা	০১	০১
	অন্যান্য সহিংসতা (হত্যা, মারধর, নির্যাতন)	৬৮	১৪
	যৌন নির্যাতন	১৪	০৬
	পারিবারিক সহিংসতা	৪৩	১১
	অ্যাসিড নিক্ষেপ	০২	০১
১০.	নিখোঁজ	০৬	০৬
১১.	আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ	৩৩	০৭
১২.	সংখ্যালঘু নির্যাতন	৩৫	২৩

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক প্রথমআলো, ডেইলিস্টার, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ট্রিবিউন, দৈনিক কালেরকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, বিডিনিউজ ২৪, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক জনকণ্ঠ, ডেইলি নিউএজ, সময় নিউজ, ডেইলি অবজারভার, দৈনিক ভোরের কাগজ, ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, দৈনিক নয়াদিগন্ত (অনলাইন ভার্সন) এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে গৃহীত অভিযোগ ও তদন্ত প্রতিবেদন

বিস্তারিত

শিশু ধর্ষণ:

অক্টোবর মাসে শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২৩টি যার মধ্যে মামলা হয়েছে ১৮টি অর্থাৎ মামলার শতকরা হার ৭৮.২৬। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। মোট ধর্ষণের ঘটনার ৩৯.১৩% ঘটনা ঘটেছে ঢাকায়। শিশু ধর্ষণের মোট ঘটনার ৭৩.৯১% ঘটনা ঘটেছে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে।

শিশু ধর্ষণের বিভাগওয়ারি চিত্র

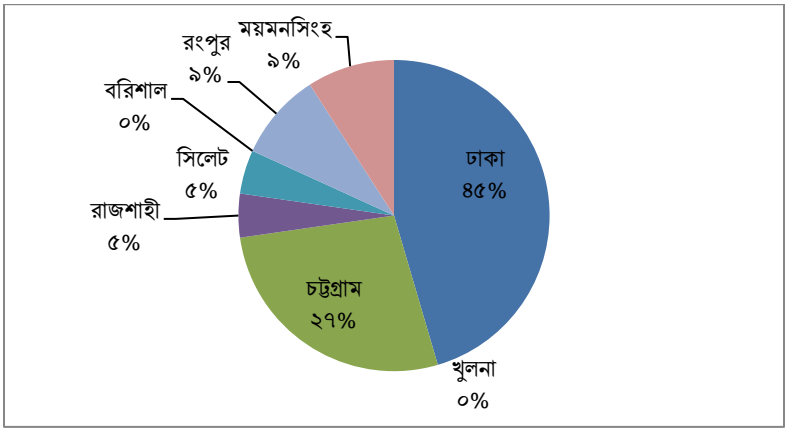

শিশু ধর্ষণের অক্টোবর মাসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং ঘটনার কারণ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

ক) বাকপ্রতিবন্ধী: ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানীর বিমান বন্দর এলাকায়। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ওই শিশুকে মাসিক ১০ হাজার টাকা বেতনে গৃহকর্মীর কাজ দেওয়ার কথা বলে ঢাকায় নিয়ে যায় দুই নারী। তাঁরা রাজধানীর বিমানবন্দর এলাকায় একটি বাসায় ওই শিশুকে নিয়ে ওঠেন। সেখানে শিশুটিকে একটি কক্ষে তিন দিন আটকে ধর্ষণ করে এক ব্যক্তি। ওই দুই নারীও সেই বাসায় ছিলো।

খ) অবুঝ শিশু: দিনাজপুরে বিরামপুর উপজেলার গংগাদাসপুর গ্রামের সাঁওতাল (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) পরিবারের ৫ বছর বয়সি এক শিশু গত বুধবার (১৬/১০/২৪) বিকালে বাড়ির পাশে খেলছিল। এ সময় একই গ্রামের রমেশ হাঁসদার ছেলে নিরঞ্জন হাঁসদা (ভাদরা) শিশুটিকে কোলে করে পার্শ্ববর্তী কবরস্থানে নিয়ে যায়। সেখানে শিশুটিকে ধর্ষণের সময় শিশুর চিৎকারে লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে।

গ) নিরাপত্তাহীন আবাসিক মাদ্রাসা: চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার একটি মহিলা হাফিজিয়া মাদ্রাসার আবাসিক ছাত্রীকে (১৪) ওই মাদ্রাসার পরিচালক শারমিন খাতুনের সহায়তায় নৈশপ্রহরী একই ইউনিয়নের সুবইল গ্রামের মৃত রুস্তম আলীর ছেলে ঝাটু আলী (৬৫) দীর্ঘদিন যাবত জোরপূর্বক ধর্ষণ করে আসছে।

সংখ্যালঘু নির্যাতন:

অক্টোবর মাসে মোট সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৩৫টি। তন্মধ্যে ২৩টি ঘটনার মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের ধরণগুলো সাধারণত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতিমা ও উপাসনালয় ভাংচুর, বাড়ীতে হামলা ও লুটপাট, চাঁদা দাবি, পূজার সরকারি বরাদ্দ আত্মসাৎ, পূজামন্ডপে চুরি ও পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ, শারীরিক নির্যাতন ও মন্দিরের জমি দখল ইত্যাদি। অন্যদিকে, কিছু স্থানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্টকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে প্রায় প্রতিটি নির্যাতনের ঘটনাতেই প্রশাসনের আইনগত তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

বিভাগওয়ারি সংখ্যালঘু নির্যাতনের অবস্থা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিভাগওয়ারি চিত্র

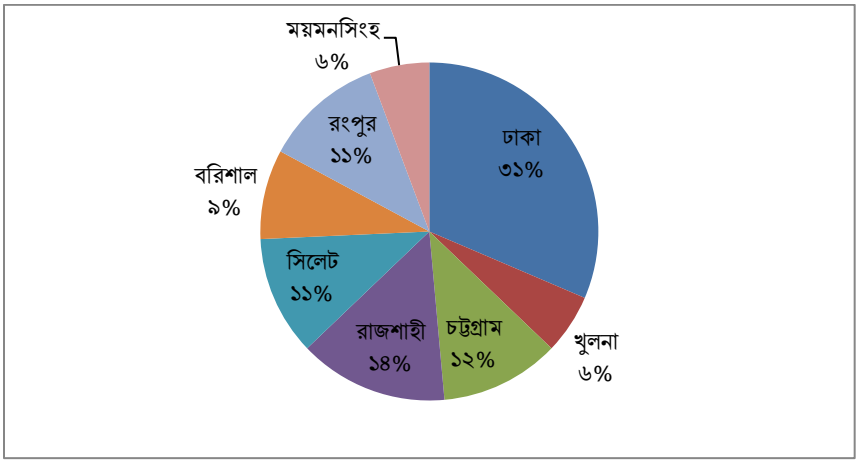

নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন ও পারিবারিক সহিংসতা (১৮ বছর এবং তদূর্ধ্ব):

অক্টোবর মাসে নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২২টি, যৌন নির্যাতন ১৪টি, পারিবারিক সহিংসতা ৪৩টি এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ৬৮টি ঘটনা ঘটেছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, পারিবারিক সহিংসতার মাত্র ১১টি ঘটনায় এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ১৪টি ঘটনায় মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। পারিবারিক সহিংসতার উল্লেখযোগ্য ধরণগুলো হলো: শারীরিক নির্যাতন, বাড়ী থেকে বের করে দেয়া, গর্ভপাত ঘটানো, গায়ে অগ্নিসংযোগ, বিষ প্রয়োগ ও শ্বাসরোধ ইত্যাদি। অন্যদিকে, যৌতুকের জন্য নির্যাতন ও হত্যা, স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে আরেকটি বিয়ে করার কারণে পারিবারিক কলহ থেকে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

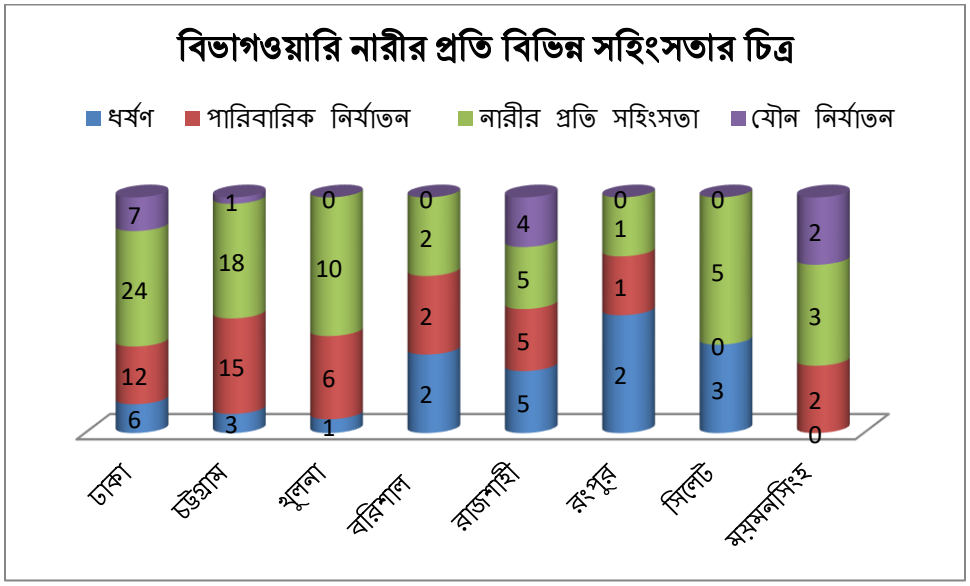

(বিভাগওয়ারি নারীর প্রতি বিভিন্ন সহিংসতার চিত্র)

শিশু নির্যাতন:

শিশু নির্যাতনের ২৩টি ঘটনার মধ্যে মাত্র ১১টি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। সামাজিক সম্মানের কথা চিন্তা করে অনেকেই ঘটনার বিষয় চেপে যান। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নির্যাতনকারী নিকট আত্মীয়দের মধ্যে কেউ তাই ঘটনার বিষয়ে আইনগত প্রতিকার চায় না সংশ্লিষ্ট পরিবার। শিশু নির্যাতনের বিভাগ অনুযায়ী সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো:

মোট সংখ্যা	ঢাকা	চট্টগ্রাম	খুলনা	বরিশাল	রাজশাহী	রংপুর	সিলেট	ময়মনসিংহ
২৩	০৯	০২	০২	০১	০২	০৩	০১	০৩

সাংবাদিক নির্যাতন:

অক্টোবর মাসের সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনাগুলো খেয়াল করলে দেখা যায়, সাংবাদিকের উপর হামলা, তাদের নামে মামলা, গ্রেপ্তার বা আটক, পরিবারের সদস্যদের লাঞ্ছিত করা ও বাড়ীঘর ভাংচুর করা ইত্যাদি। সাংবাদিক নির্যাতনের কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক) মামলা: 'হিজলায় ১০টি মাছঘাট লুটের মামলা, আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে ৬ সাংবাদিক আসামি' শিরোনামে ০৯ অক্টোবর সংবাদটি প্রকাশিত হয়। অভিযুক্ত সাংবাদিকগণ হলেন- হিজলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং দৈনিক যুগান্তর ও মাই টিভির হিজলা প্রতিনিধি দেলোয়ার হোসেন, হিজলা প্রেসক্লাবের দপ্তর সম্পাদক ও দৈনিক ইত্তেফাকের হিজলা প্রতিনিধি মোহাম্মদ আরহাজ সরদার, রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি ও এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিলন সরদার, দৈনিক মানবজমিনের প্রতিনিধি কাজী মহসিন, দৈনিক আজকের বার্তার প্রতিনিধি হুমায়ুন নলী ও দৈনিক বাংলাদেশ বাণীর হিজলা প্রতিনিধি শাহে আলম।

খ) হত্যা: ময়মনসিংহে নিজ বাসার সামনে সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। নিহত স্বপন কুমার ভদ্র (৬৫) তারাকান্দা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি। তিনি আগে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত দৈনিক স্বজন পত্রিকায় তারাকান্দা উপজেলা প্রতিনিধি ছিলেন। বর্তমানে তিনি কোনো গণমাধ্যমে কর্মরত ছিলেন না। তবে তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এলাকার বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয় নিয়ে নিয়মিত লেখালেখি করতেন।

গ) পরিবারের সদস্যদের লাঞ্ছিত করা ও বাড়ীঘর ভাংচুর করা: 'কয়রায় সাংবাদিককে না পেয়ে স্ত্রী-সন্তানকে মারধর, বাড়ি ভাঙচুর' শিরোনামে ২৪ অক্টোবর, ২০২৪ খবরটি প্রকাশিত হয়। সাংবাদিক সিরাজুদ্দৌলার স্ত্রী রোকেয়া আকতার বলেন, গতকাল রাত ৮টার দিকে ৮-১০টি মোটরসাইকেলে দুর্বৃত্তরা বাড়ির গেটের সামনে আসে। তাঁর (সিরাজুদ্দৌলা) নাম ধরে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে ২০-২২ জন যুবক। একপর্যায়ে তারা ঘরে ঢুকে সিরাজুদ্দৌলাকে খুঁজতে থাকে। না পেয়ে ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। বাধা দিলে তারা এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করে। এ সময় রোকেয়া আকতারের গলার সোনার চেইন ও কানের দুল ছিনিয়ে নেয় তারা। এ ছাড়া আলমারি থেকে টাকাও লুট করা হয়।

বিভাগ অনুযায়ী অক্টোবর মাসে সাংবাদিক নির্যাতনের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো:

মোট সংখ্যা	ঢাকা	চট্টগ্রাম	খুলনা	বরিশাল	রাজশাহী	রংপুর	সিলেট	ময়মনসিংহ
২৬	০২	০৯	০১	০২	০১	০৩	০৬	০১

গণপিটুনি:

০৫ আগস্ট, ২০২৪ পরবর্তী সময়ে গণপিটুনিতে হত্যার সংখ্যা তুলনামূলক বেড়েছে। অক্টোবর মাসে মোট ২৬টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। এতে ১৮ জন নিহত এবং ০৮ জন আহত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সন্দেহের বশে প্রাণে মেরে ফেলার মতো ঘটনা ঘটেছে। সারাদেশে গণপিটুনির সংখ্যাতাত্ত্বিক চিত্র নিম্নে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

মোট সংখ্যা	ঢাকা	চট্টগ্রাম	খুলনা	বরিশাল	রাজশাহী	রংপুর	সিলেট	ময়মনসিংহ
২৬	০৯	০৬	০৪	০০	০৬	০১	০১	০০

শ্রমিক মৃত্যু:

অক্টোবর মাসে শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা পাওয়া গেছে ০৪টি। সেপ্টেম্বর মাসে যার সংখ্যা ছিল ১৪ টি। অক্টোবর মাসে যে চারটি শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা পাওয়া গেছে তা ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে সীমাবদ্ধ। ঢাকা বিভাগে ০৩ জন শ্রমিক মারা যান এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ০১ জন। ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সাভার উপজেলার নির্মাণাধীন সেফটিক ট্যাংকের ভিতরে কাজ করতে নামেন এক জন নির্মাণ শ্রমিক। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও তার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তাকে খুঁজতে অপর একজন শ্রমিক সেফটিক ট্যাংকে নামেন। এরপর দুজনেরই কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌছে সেফটিক ট্যাংকের ভিতর থেকে অচেতন অবস্থায় ওই দুই জন নির্মাণ শ্রমিককে উদ্ধার করেন। এছাড়াও, শরীয়তপুরে পল্লীবিদ্যুতের সঞ্চালন লাইনে কাজ করতে গিয়ে একজন শ্রমিকের মৃত্যু হয় অপরদিকে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) 'এমটি বাংলার সৌরভ' নামের ট্যাংকারে আগুনে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

বিভাগওয়ারি শ্রমিক মৃত্যুর সংখ্যা নিম্নে ছকে উল্লেখ করা হলো:

মোট সংখ্যা	ঢাকা	চট্টগ্রাম	খুলনা	বরিশাল	রাজশাহী	রংপুর	সিলেট	ময়মনসিংহ
০৪	০৩	০১	০০	০০	০০	০০	০০	০০

হেফাজতে মৃত্যু

এ মাসে কারা হেফাজতে ০৫ জনের মৃত্যুর ঘটনা পাওয়া গেছে। ঘটনাগুলো খেয়াল করলে দেখা যায়, প্রায় সব ক্ষেত্রে কারা কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে- কয়েদি অসুস্থ বোধ করায় তারা হাসপাতালে নিয়ে গেলে আসামির মৃত্যু হয়েছে। যেমন, ০১ অক্টোবর ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মো. লিয়াকত (৪৮) নামে এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে। লিয়াকতকে হাসপাতালে নিয়ে আসা কারারক্ষী মো. মেহেদী হাসান জানান, গতকাল রাতে লিয়াকত হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কয়েকজন কারারক্ষী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে রাত পৌনে ১১টার দিকে জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক লিয়াকতকে মৃত ঘোষণা করেন। ২৩ অক্টোবর, বুধবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের আরেক হাজতির মৃত্যু হয়েছে।

আইন- শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩৩টি অভিযোগ পাওয়া গেছে গত অক্টোবর মাসে। যৌতুক ও নারী নির্যাতন, মামলা নিতে অনিহা, ডাকাতি ও লুটপাট, মামলা গ্রহণে উৎকোচ দাবি, কার্যালয়ে অপেশাদার আচরণ, ক্রসফায়ারের হুমকি ও শারীরিক নির্যাতন, ছিনতাই,

আন্দোলনরত গার্মেন্টস শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণ ও হত্যাকান্ডে সহযোগিতাসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায়। তবে এসব ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ মামলা করতে পারে না বললেই চলে। অক্টোবর মাসে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩৩টি অভিযোগের মধ্যে মাত্র ০৭টি ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে মর্মে তথ্য পাওয়া গেছে।

উপসংহার

উল্লিখিত বিভিন্ন ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ আমলে নিয়েছে। এসকল অভিযোগ ও একইসাথে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ প্রতি সপ্তাহে বেঞ্চে আলোচনা করা হয়, প্রয়োজনে তদন্ত করা হয় এবং সরকার ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ ও নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের প্রতিকার প্রদান করা হয়। উল্লিখিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের কিছু অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারের নিকট হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে আবার কিছু প্রতিবেদন অপেক্ষমান। কমিশন মনে করে, সরকারের সকল সংস্থা, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং অন্যান্য অংশীজনসহ সকলে সচেতন হলে মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর অগ্রগতি পরিলক্ষিত হবে।